দৈনিক খবর

তারিখ 17 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

065

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যে অবনতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা দৃঢ়তার সঙ্গে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মোকাবেলা করা হবে। গত বুধবার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও উচ্চ শিক্ষা অঙ্গনের সমস্যাবলী সম্পর্কে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট এ কথা বলেন। তিনি বলেন, যে কোন মূল্যে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে, 'শিক্ষার মানের এই অবনতি ঘটতে থাকলে তা জাতির জন্যে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আর এ পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।'

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে শিক্ষার গুরুত্বই যে সর্বাধিক এ বিষয়ে কোন দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। সেজন্যেই বলা হয়ে থাকে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবে স্বভাবতঃই বাংলাদেশে শিক্ষার গুরুত্ব আরো বেশীই হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার ১৮ বছর সময়কালে শিক্ষার হার এবং মান আশানুরূপভাবে বাড়েনি। শিক্ষার হার সামান্য বাড়লেও শিক্ষার মান একটুও বাড়েনি। বরং আগের তুলনায় অনেক নীচে নেমে গেছে। এজন্যে সরকারী নীতি অনেকাংশেই দায়ী। কেননা স্বাধীনতার পর ১৮ বছর পেরিয়ে গেলেও জাতি এখনও যুগোপযোগী একটি শিক্ষা নীতি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বড় দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান সরকার অবশ্য শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করছেন, শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সুষ্ঠু শিক্ষা নীতির অভাবে সমুদয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অসংখ্য ছিদ্র পথ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সেমতাবস্থায় পানি ঢাললেও যে কাজে আসবে না এই সত্য কবির একটি উক্তি দিয়ে বোঝানো যায় 'এ কেবল দিবা রাত্রে/ জল ঢালি ফুটো পাত্রে/ বৃথা চেষ্টা তেষ্টা মিটাবার।'

তবু ছিদ্রপথগুলো বন্ধ করে হলেও যদি শিক্ষা বিস্তার বা এর মানোন্নয়নের জন্যে কিছু করা যায় সেটাই বা মন্দ কি। সত্য বটে, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখা-পড়ার মত যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধে নেই। তবু দরিদ্র দেশ হিসেবে যতটুকু সুযোগ-সুবিধে আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে তার সদ্ব্যবহারেও যদি এদেশের শিক্ষক-ছাত্ররা এগিয়ে আসে তাহলে শিক্ষার হার এবং মান উভয়ই বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গভীর দূরদৃষ্টি দিয়ে এই বাস্তবতা কেউ উপলব্ধি করতে চায় না। শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিটি ছাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে মনোযোগ সহকারে লেখা-পড়া করা, যাতে প্রত্যেকেই মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। ঠিক তেমনি মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রদের ঠিকমত 'গাইড' করা। ছাত্ররা যাতে পড়াশুনায় কোনভাবেই ফাঁকি না দিতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষকদের মনোযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একদিকে ছাত্ররাও যেমন লেখা-পড়া না করে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পাস করার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান হারে উৎসাহী হয়ে উঠছে, অন্যদিকে শিক্ষকরাও বাড়তি আয়ের মোহে টিউশনীর প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে শ্রেণীকক্ষে গিয়ে দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবতা হচ্ছে, কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতা। যেমন ছাত্রের, তেমনি শিক্ষকের। এরই ফলশ্রুতিতে ছাত্ররা নকল শিখছে, আইনভঙ্গের কাজটাও এর মাধ্যমে শেখা হয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু 'লেখা-পড়া' নেই সেজন্যে নানা ছুতায় বিভিন্ন রকম সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে যখন তখন। অনেক সময় রাজনৈতিকভাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে এরা। ছাত্ররা রাজনীতি সচেতন হবে— এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাজনীতির সাথে সংযুক্ত হলেও আপত্তি তোলার কোন কারণ থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি না। শুধু একটাই শর্ত, ছাত্র হিসেবে তাদের লেখা-পড়াকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, তাদের ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যত নেতৃত্ব। লেখা-পড়া না করলে শুধু নিজেদেরকেই ফাঁকি দেয়া হবে না, সমগ্র জাতিকেই ফাঁকি দেয়া হবে। যার পরিণাম হবে দেশ ও জাতির জন্যে খুবই মারাত্মক। তাই আমরা মনে করি, শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেভাবেই হোক দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব শুধু সরকারের একার নয়, এ দায়িত্ব ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিক , বুদ্ধিজীবী তথা বিবেকবান প্রতিটি মানুষেরই——— এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই হয়তো সম্ভব হবে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষার হার ও মান আশানুরূপভাবে উন্নত করা।